বাংলাদেশে নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত সীমান্তে বিএসএফকে সতর্কাবস্থায় রাখার সিদ্ধান্ত

টিভি চ্যানেল জি নিউজের এক খবরে বলা হইয়াছে, নয়াদিল্লী সাম্প্রতিক বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষকে মোটেই তুচ্ছ ঘটনা বলিয়া বিবেচনা করিতেছে না। যে কোন মুহূর্তেই এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইতে পারে এই আশঙ্কায় ভারতীয় কর্তৃপক্ষ মেঘালয় ও আসাম সীমান্তে অবস্থানরত বিএসএফকে সতর্কাবস্থায় রাখিয়াছে। আগামী অক্টোবরে বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বিএসএফকে সতর্কাবস্থায় রাখা হইবে বলিয়া গত শনিবার সরকারী সূত্র হইতে জানা গিয়াছে। ভারতীয় কর্মকর্তাগণ বলেন, নিহত বিএসএফ জওয়ানদের বিকৃত লাশ দেখিয়াই বোঝা যায়, সীমান্তের অপর দিকে ভারত বিরোধী মনোভাব কত প্রবল। সুতরাং সাম্প্রতিক সীমান্তে সংঘর্ষের বিষয়টিকে মোটেই হাল্কাভাবে গ্রহণ করা যায় না।

এদিকে ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র সীমান্তে বিএসএফ-এর সংখ্যা বৃদ্ধি সংক্রান্ত বাংলাদেশের দাবীকে 'ভিত্তিহীন' হিসাবে অভিহিত করিয়া বলেন, সীমান্তে আদৌ কোন সৈন্য প্রেরণ করা হইতেছে না।

ভারতীয় বাহিনীর তাণ্ডবতায় উদ্বেগ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্ট ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শহিদুল হক মুন্সি গতকাল (রবিবার) এক বিবৃতিতে সম্প্রতি দেশের সীমান্ত অঞ্চলে ভারতীয় বাহিনীর তাণ্ডবতায় উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, রৌমারী থানার বড়াইবাড়ী সীমান্তে ভারতীয় বাহিনীর ও বাংলাদেশ রাইফেলসের মধ্যে অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য বিএসএফ দায়ী। কারণ, সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি লঙ্ঘন করিয়া বাংলাদেশ সীমান্ত ভেদ করিয়া বিএসএফ সৈন্যরা আমাদের ভূখন্ডে অনাধিকার প্রবেশ করে। তিনি আরও বলেন, দেশের স্বাধীনতা রক্ষার প্রশ্নে রৌমারী সীমান্ত বিএসএফ-র আগ্রাসী অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করিতে গিয়া জীবন বিসর্জনকারী ৩ জোয়ানকে জাতি চিরদিন স্মরণ রাখিবে।

সীমান্তে ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের প্রতিবাদে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশ করিয়াছে। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন খোকন দাস এবং আশরাফউদ্দিন আকাশ।

মন্ত্রী এমপি নেতাদের জন্য গমের বিশেষ বরাদ্দ শুরু

মাঈনুল আলম ॥ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) অনুকূলে মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, রাজনৈতিক নেতাদের এলাকার জন্য বিশেষভাবে বরাদ্দকৃত অতিরিক্ত একলক্ষ টন গমের বরাদ্দ প্রদান শুরু হইয়াছে। গতকাল রবিবার দেশের ৪৬৪টি উপজেলায় ৭৪ হাজার ১৩০ টন গমের বরাদ্দ ছাড় করার করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হইতে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সচিবকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহার সহিত ৪৬৪টি উপজেলার বিপরীতে বরাদ্দ ও নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এলজিইডির রাস্তা নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, সংস্কার, সেতুর এপ্রোচ রোড মেরামত, পুনঃনির্মাণ, মাটি ভরাট, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান উন্নয়নের জন্য বরাদ্দকৃত গম ব্যয় করার জন্য নির্দেশ দিয়াছে। বর্তমান অর্থ বছরে ইতিপূর্বে ৫০ হাজার টন গম সারাদেশে বরাদ্দ করা হইয়াছিল। সকল উপজেলায় ইতিপূর্বেকার গম বরাদ্দের বিষয়টি বিবেচনায় রাখিয়া বরাদ্দ দেওয়া হয় নাই কিংবা কম বরাদ্দ দেওয়া হইয়াছে এবং অনগ্রসর উপজেলায় সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী প্রথম পর্যায়ে ৭৪ হাজার ১৩০ টন গম বরাদ্দের ব্যাপারে উপজেলা ওয়ারী তালিকায় অনুমোদন প্রদান করেন। অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী বরাদ্দকৃত গম ছাড়করণ, অর্থ মঞ্জুরীসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পরিকল্পনা, অর্থ, খাদ্য ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলীকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী অনুমোদিত উপজেলা ওয়ারী তালিকা পর্যালোচনায় দেখা যায়, দেশের প্রতিটি উপজেলায়ই সুষমভাবে গম বন্টন করা হইয়াছে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের দলীয় সংসদ সদস্য নাই এমন বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের নির্বাচনী এলাকাধীন উপজেলায় বেশী পরিমাণে গম বরাদ্দ দেওয়া হয়। সরকার দলীয় সংসদ সদস্যদের উপজেলায় তুলনামূলকভাবে কম বরাদ্দ দেওয়া হয়।

তালিকায় দেখা যায়, প্রায় ৫০টি উপজেলার প্রতিটিতে ৩০০ টন বা তার বেশী পরিমাণ গম বরাদ্দ দেওয়া হয়। এমন কয়েকটি উপজেলা হইতেছেঃ ঠাকুরগাঁও সদর (৪৭৫ টন), নীলফামারী সদর (৩৭৫ টন), জলঢাকা (৩০০ টন), কুড়িগ্রামের উলিপুর (৩৫০ টন), গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ (৩৭৫ টন), নওয়াবগঞ্জের শিবিগঞ্জ (৪০০ টন), নওগাঁর পত্নীতলা (৩০০ টন), রাজশাহীর বাঘমারা (৪২৫ টন), নাটোর সদর (৩০০ টন), সিংড়া (৩২৫ টন), সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া (৩৫০ টন), শাহজাদপুর (৩৫০ টন), কুষ্টিয়ার মিরপুর (৩২৫ টন), ঝিনাইদহের শৈলকুপা (৩৭৫ টন), মহেশপুর (৩২৫ টন), নড়াইলের কালিয়া (৩৫০ টন), খুলনার ডুমুরিয়া (৩৫০ টন), সাতক্ষীরার তালা (৩০০ টন), সাতক্ষীরা সদর (৩৫০ টন), শ্যামনগর (৩০০ টন), বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জ (৩৫০ টন), পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া (৩০০ টন), টাঙ্গাইলের ঘাটাইল (৩০০ টন), নাগরপুর (৩০০ টন), মির্জাপুর (৩৫০ টন) জামালপুর সদর (৩৭৫ টন), ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট (৩০০ টন), ফুলবাড়ীয়া (৩২৫ টন), ত্রিশাল (৩২৫ টন), নেত্রকোনার কেন্দুয়া (৩৫০ টন), ঢাকার কেরানীগঞ্জ (৩০০ টন), ধামরাই (৪২৫ টন) ফরিদপুরের বোয়ালমারী (৩০০ টন), সিলেটের বালাগঞ্জ (৩৫০ টন), মৌলভীবাজারের বড়লেখা (৩০০ টন), সদর (৩০০ টন), হবিগঞ্জের মাধবপুর (৩০০ টন), ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর (৬০০ টন), নবীনগর (৫২৫ টন), কুমিল্লার বরুড়া (৩৭৫ টন), লাকসাম (৫১৫ টন), চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ (৪২৫ টন), লক্ষ্মীপুরের সদর (৩৪৫ টন), চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া (৩২৫ টন), কক্সবাজারের চকরিয়া (৫২৫ টন), রামু (৩০০ টন) প্রভৃতি।

এই সকল উপজেলার বেশীর ভাগই বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের নির্বাচনী এলাকা। পক্ষান্তরে, মন্ত্রী সরকার দলীয় সংসদ সদস্য ও নেতাদের এলাকায় তুলনামূলকভাবে কম গম বরাদ্দ দেওয়া হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিজ উপজেলা টুঙ্গীপাড়ায় বরাদ্দকৃত গমের পরিমাণ মাত্র ৭৫ টন। স্থানীয় সরকার মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমানের উপজেলা ভৈরববাজারে মাত্র ৮৫ টন গম বরাদ্দ দেওয়া হয়। সিনিয়র মন্ত্রী প্রভাবশালী সংসদ সদস্যদের নির্বাচনী উপজেলা নওগাঁ, কাজিপুর সিরাজগঞ্জ, কেশবপুর, চৌগাছা, ফকিরহাট, দৌলতখান, গৌরনদী, নলছিটি, নালিতা বাড়ী, ভালুকা, ইটনা, শ্রীপুর, নগরকান্দা, সিলেট সদর, জগন্নাথপুর, বুড়িচং, কচুয়া, মিরসরাই প্রভৃতি উপজেলায় মাত্র ৫০ টন হইতে দেড়শত টন করিয়া বরাদ্দ দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গতঃ গত ২৩শে এপ্রিল সোমবার অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনাকালে চলতি বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচীতে অতিরিক্ত একলক্ষ টন গম বরাদ্দের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এলজিইডির থানা প্রকৌশলী সংশ্লিষ্ট এলাকার কাজের স্কীম প্রণয়ন করিয়া বরাদ্দকৃত গম খরচ করিবেন। এই ক্ষেত্রে জেলার উন্নয়ন ও সমন্বয় কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর পরামর্শ ও নির্দেশনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

অপরাধীদের বিচার বিলম্বিত হইতে থাকিলে সন্ত্রাস দমন অসম্ভব ----------স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

যশোর অফিস ॥ স্বরাষ্ট্র, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলিয়াছেন, উদীচী ও কাজী আরেফ হত্যাকান্ডের মত জঘন্য অপরাধের সহিত জড়িত ব্যক্তিদের বিচার ত্বরান্বিত করার পরিবর্তে বার বার বিলম্বিত করিতে থাকিলে দেশে সন্ত্রাস দমন সম্ভব নয়। তিনি গতকাল রবিবার যশোর জেলা পরিষদ মিলনায়তনে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের আত্মসমর্পণকারী যুবকদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে এ কথা বলেন। ডিসি আমিনুর রসুলের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, আলী রেজা রাজু এমপি, পুলিশের আইজি মোহাম্মদ নূরুল হুদা, আত্মসমর্পণকারী যুবক সৈয়দ মঞ্জুরুল আহসান প্রমুখ।

মোহাম্মদ নাসিম বলেন, প্রতিবেশী দেশের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নষ্ট এবং দেশে অশান্ত পরিস্থিতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ১৯৯৯ সালে যশোরে উদীচীর অনুষ্ঠানে হত্যাকান্ড ঘটানো হইয়াছিল। ইহার আগে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী আরেফকে হত্যা করা হয়। এই দুইটি হত্যাকান্ডের ঘাতক ও নেপথ্য নায়কদের তদন্তের মাধ্যমে চিহ্নিত করিয়া বিচারে সোপর্দ করা হইয়াছে। উদীচীর অনুষ্ঠানে বোমা বিস্ফোরণ মামলায় গ্রেফতারকৃত কোন কোন আসামী হত্যাকান্ডের ব্যাপারে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিতে গিয়া গডফাদারদের নাম প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু কোন আসামীকে রক্ষার জন্য উচ্চ আদালত এই মামলার বিচারকার্য বিলম্বিত করিতেছে? একই কারণে কাজী আরেফের হত্যা মামলার বিচারও দীর্ঘ দুই বছরে শুরু করা যায় নাই। এ প্রসঙ্গে তিনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যার রায় কার্যকর করার ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, সত্য কথা বলার কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ আনা হয় এবং আমার প্রতি নোটিস ইস্যু করা হয়। তিনি বলেন, রমনার বটমূলে বোমা বিস্ফোরণের সহিত উদীচী হত্যাকান্ডের যোগসূত্র রহিয়াছে।

ওবায়দুল কাদের বলেন, প্রশিক্ষণ কোর্সে যাহারা অংশ গ্রহণ করিবে তাহাদের মাইক্রোক্রেডিট সুবিধার আওতায় স্বাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে সহায়তা করা হইবে।

অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বলেন, যে সকল চিহ্নিত সন্ত্রাসী আটক অথবা আত্মসমর্পণ করিয়াছিল তাহাদের সিংহভাগই কোর্টের আদেশে ছাড়া পাইয়াছে। গত এক মাসে যশোর জেলাকে আবার অশান্ত করার অপচেষ্টা চালানো হইতেছে।

শ্রমিক ইউনিয়ন নেতার পুনর্বহালের দাবীতে মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের অফিস ঘেরাও-মিছিল-সমাবেশ

ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি, বাগেরহাট ॥ চাকুরী হইতে অপসারিত ইউনিয়ন নেতাকে পুনর্বহাল এবং মবক-এর পরিচালককে (প্রশাসন) অপসারণের দাবীতে গতকাল রবিবার মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের অফিস ঘেরাও করা হয়। বন্দরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের সহস্রাধিক নেতা-কর্মী এ সময় সেখানে ঝাড় মিছিল এবং পরিচালকের (প্রশাসন) কুশপুত্তলিকা দাহ করে। চলতি সপ্তাহের মধ্যে দাবী মানিয়া নেওয়া না হইলে হরতাল ও অবরোধের মাধ্যমে বন্দর অচল করিয়া দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। মংলা বন্দর শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি শহিদুল ইসলামকে গত বুধবার চাকুরী হইতে অপসারণ করা হয়। শ্রমিক-কর্মচারীদের উস্কানি প্রদান ও নাশকতামূলক আচরণের অভিযোগে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়া তাহাকে অপসারণ করা হয়। ইহাতে শ্রমিক ও সকল পেশাজীবী সংগঠন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। গতকাল ঘেরাওকালে শ্রমিকরা মবক ভবনের সামনে সমাবেশ করে। এই সমাবেশে শেখ আব্দুস সালাম, ইব্রাহীম হোসেন, আব্দুর রাজ্জাক, গোলাম মজনেয়ার প্রমুখ বক্তৃতা করেন।